NOV. 22 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ... ৫ ...

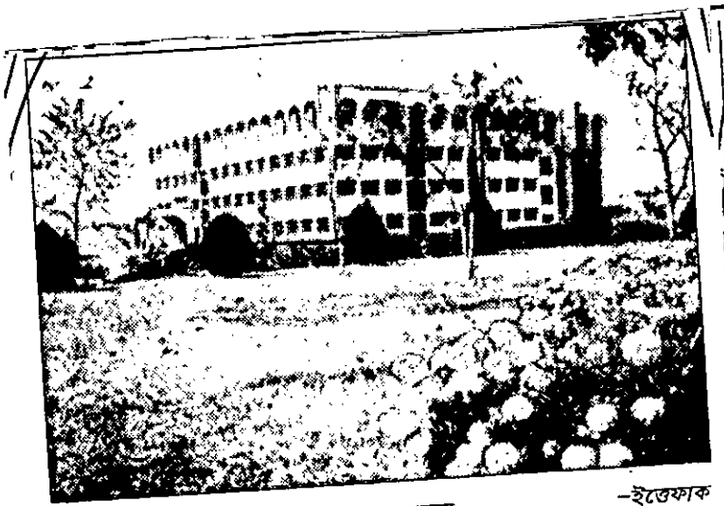

—ইত্তেফাক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ ভবন

আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

হোসেন আল-মামুন ॥ আজ ২২শে নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। নিভৃত-পল্লীর এক সময়ের ঘন অরণ্য আর বন-বাদাড়ে ঘেরা নির্জনে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রথম সরকারী স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উদ্যোগ ও ঘোষণার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে জন্ম নেয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর কুষ্টিয়া ঝিনাইদহের সীমান্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সরকারের এক আদেশ বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার অদূরে গাজীপুরের বোর্ড বাজারস্থ ক্যাম্পাসে। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে মাত্র দু'টি অনুষদে ৪টি বিভাগে ৩০০ জন ছাত্র নিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে আবার বিশ্ববিদ্যালয়টি গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়া শহরের কয়েকটি ভাড়া করা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত অস্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ১৩ বছরের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে চলে আসে বর্তমান শান্তিডাঙ্গা দুলালপুরের মূল ক্যাম্পাসে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদের অধীনে ১৮টি বিভাগে ৫,৭৯০ জন ছাত্র এবং ১,২০৬ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এমফিল (মাষ্টার অব ফিলোসফি) ডিগ্রীতে প্রায় দু'শত এবং পিএইচডি-তে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গবেষণারত। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণতা দিয়েছে। ৫টি আবা-

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

আজ ইসলামী

(৯ম পৃঃ পর)

সিক অত্যাধুনিক ছাত্রাবাস, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী, জিমনেসিয়াম-সহ অন্যান্য আকর্ষণীয় ভবনের সাথে দু'টি ভাস্কর্য ক্যাম্পাসের নতুন রূপ এনে দিয়েছে। নতুন নতুন বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভাগও বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেছে।

এযাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু'বার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৮টি ব্যাচ এ পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং ৬টি ব্যাচের কার্যক্রম চলছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৃত্তিও পেয়েছে এখানকার শিক্ষার্থীরা। খেলাধুলায় বিশেষ করে ভলিবল ও এ্যাথলেটিক্সে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শীর্ষে রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তবে এত কিছু প্রাপ্তির পর বিগত ৫।৬ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজট আর সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে বিশেষ দুর্নাম কুড়িয়েছে। অবশ্য গত প্রায় এক বছর যাবৎ দুর্নামের বেশ কিছু লাঘব হয়েছে প্রশাসনের আন্তরিকতার ফলে।

এযাবৎ ছোট-বড় দেড় শতাধিক সহিংস ঘটনায় অভিভাবকসহ ৫জন খুন হয়েছে। আর আহতের তালিকায় স্থান পেয়েছে অন্তঃত দেড় হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী সেশন জট এক সময়ে ৩।৪ বছরে দাঁড়ালেও এখন কমে দু'বছরে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ২২ বছরে দায়িত্ব পালনকারী ৬ জন ভিসির কেউই তাদের চার বছরের দায়িত্ব পূরণ করতে পারেন নি। এদের মধ্যে ৩ জনকেই চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রথমত ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতি এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ভিসিদের এই মেয়াদ পূরণে ব্যর্থতার কারণ প্রশাসনে অনিয়ম, দুর্নীতি, তীব্র আর্থিক সংকট, পরিবহন ও আবাসন সমস্যা চাকুরীতে দলীয়করণ আত্মীয়করণ স্বজনপ্রীতি, টেণ্ডারবাজী, নোংরা শিক্ষক রাজনীতি, অভিজ্ঞ শিক্ষকের তীব্র অভাব এবং চরমপন্থীদের উৎপাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা।